প্রাককথন

গল্প শোনা এবং গল্প বলার প্রতি অনুরাগ মানুষ মাত্রেরই থাকে। ঠাকুরদা ছিলেন কবি ও গায়ক। স্কুলে পড়ার সময় ঠাকুরদার সংগ্রহকৃত বইয়ের আলমারি থেকে প্রচুর গল্প-উপন্যাস পড়তাম। বাড়িতে লেখালেখি— সাহিত্যসাধনার একটা চর্চা ছিলই। জলপাইগুড়ি জেলার আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে সাম্মানিক বাংলা নিয়ে পড়ার সময় লাইব্রেরি থেকে অনেকগুলো বইয়ের সাথে কয়েকটি গল্পের বইও তুলেছিলাম। তখনও জানতাম না নীল মলাটের বইটার ভিতরে আমার জন্য কি আশ্চর্যের ভালোলাগা অপেক্ষা করে আছে। বই খুলে একটা গল্প পড়তে লাগলাম, ওরে বাবা!— সারা শরীর জুড়ে সে কি যে রোমাঞ্চ। সত্যি বলতে তখনও বইয়ের মলাটের দিকে সেভাবে দেখিনি। গল্পটা পড়ে নিলাম আরো দুবার। এবার বইটার মলাটের নামটার দিকে তাকালাম, জ্বল জ্বল করে লেখা— 'জীবন সরকারের নির্বাচিত গল্প'। আর আমি যে গল্পটা পড়েছিলাম, সে গল্পের নাম ছিল 'চালি'। জীবন সরকারের গল্প আমাকে পাগল করে তুললো। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে খুঁজতে লাগলাম ওনার বই। পেয়েও গেলাম অনেক অনেক গল্প। আর যে গল্পটা দিয়ে জীবন সরকারের গল্পের প্রতি আকর্ষণের সূত্রপাত, একদিন লাইব্রেরীতে পুরানো পত্রিকা ঘাটতে ঘাটতে জীবন সরকারকে নিয়ে প্রখ্যাত ভাষাবিদ পবিত্র সরকারের লেখা একটা নিবন্ধে পড়েছিলাম, পবিত্র সরকার এই 'চালি' গল্পটিকে বিশ্ববিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েনের মিসিসিপি নদীর পটভূমিতে লেখা একটি গল্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আসলে অনেক লেখকেরই তো গল্প পড়েছি, কিন্তু জীবন সরকারের গল্পের মতো এমন করে আমার মনের গ্রন্থীগুলোয় টান দিতে পেরেছে খুব কম গল্পই। বিশেষত বাংলাদেশের অবাক করা বর্ণনা, উত্তরবঙ্গের অসামান্য প্রকৃতি, দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের বোবাকান্না, নগর কলকাতার জীবন, বাংলার বাইরে ছিন্নমূল বাঙালীর— দুরবস্থা, এমন হরেক বিষয়ে ভরপুর তাঁর গল্পগুলি। এরপরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা শেষ করে যখন গবেষণার জন্য ভাবি— সবার আগে জীবন সরকারের গল্পগুলির কথাই আমাকে আকর্ষণ করল এবং সেই বিষয়টি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়কে জানাই। তখনই তিনি আমাকে জীবন সরকারের ছোটগল্প নিয়ে গবেষণা করার কথা বলেন। আমি সানন্দে রাজি হয়ে যাই। আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার শিরোনাম দেই— ''জীবন সরকারের ছোটগল্প: স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ও বাঙালী জীবন কেন্দ্রিক সমীক্ষা।''

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ ছয়টি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

করেছি। আলোচনার শেষে সার্বিক মূল্যায়ন করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : জীবন সরকারের সাহিত্য-জীবন ও ছোটগল্প লেখার সূত্র সন্ধান

দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবন সরকারের ছোটগল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ ও উদ্বাস্তু জীবনের নানা দিক

তৃতীয় অধ্যায় : জীবন সরকারের ছোটগল্পে নাগরিক জীবন ও গ্রামজীবনের প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায় : জীবন সরকারের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও প্রকৃতি চিত্রণের দক্ষতা

পঞ্চম অধ্যায় : জীবন সরকারের ছোটগল্পে ছোটদের (শিশু-কিশোর) প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ অধ্যায় : জীবন সরকারের ছোটগল্পে বিষয়ের প্রেক্ষিতে ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা

উপসংহার : সামগ্রিক মূল্যায়ন

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য যিনি আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে প্রতিমুহূর্তে সহায়তা করে গবেষণাকর্মে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়। এছাড়া বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা, অধ্যাপক ড. নিখিলচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ড. বিকাশ পাল, অধ্যাপিকা উর্বী মুখার্জী, অধ্যাপক সূর্য লামা মহাশয় আমার গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। অন্যদিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ড. রীতা মোদক মহাশয়া আমাকে গবেষণাকর্মে নানা সুপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. দেবকুমার মুখার্জী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান অনুষদের সম্পাদক মাননীয় ড. অভিজিৎ দেব মহাশয়। গবেষণা কাজ সম্পাদন হওয়ার জন্য শতকোটি প্রণাম জানাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব-মা সারদাদেবীর শ্রীচরণে এবং এই সূত্রেই আশীর্বাদ পেয়েছি আমার দীক্ষাগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ-সহ অনেক অনেক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী মহারাজদের। নানা বইপত্র দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন স্বনামধন্য কবি অমিতকুমার দে মহাশয়। উৎসাহ দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা শ্রী তপন চন্দ্র রাউত এবং মা শ্রীমতি দিপালী রাউত। পেয়েছি আমার ভাই শ্রী সত্যনারায়ণ রাউত, শ্রী কৃষ্ণনারায়ণ রাউত ও ভাতৃবধূ শ্রীমতি দীপান্বিতা রাউতের সহযোগিতাও। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু তথা বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক উত্তম দাস আমার গবেষণাকর্মে সবসময় সহায়তা করে গেছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গবেষক দাদা, বন্ধু ও ভাইয়েরা আমার গবেষণাকর্মে নানাভাবে সাহায্য করেছে। বাংলা বিভাগের গবেষক বন্ধু

উজ্জ্বল শীল এবং ভাইদের মধ্যে তুফান রায়, ইউনুস মিঞা, এহেসানুল্লা হক, তাপস মণ্ডল, দীপ চন্দ, পরিতোষ পাল, মনোজিৎ বর্মন, প্রসেজিৎ দাস বিশেষভাবে আমাকে গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়েছে। ভাতৃতুল্য শ্রী ঋত্বিক রায়, শ্রী চিরঞ্জিত রায়, বোন পারমিতা রায়, শুভশ্রী সাহা, শ্যামশ্রী শীল আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। প্রুফ সংশোধন করে আমাকে সাহায্য করেছে স্নেহের ভাই তুফান রায়। সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষাকর্মী শ্রী রমেশ চন্দ্র সিংহ ও শ্রী রাজীব গোস্বামীকেও। আর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও খুব কম সময়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন স্নেহের ভাই শ্রী সুজিৎ রায় এবং দাদা শ্রী অমিত দে সরকার— তাদেরকেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলকেই জানাই আমার কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

তারিখ: ২১.০৪.২৪

শিবনারায়ণ রাউত